বার্ষিক প্রতিবেদন

২০০৯ ইং

প্রতিবেদন প্রনয়নে

প্রধান অফিস

অর্গানাইজেশন ফর রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট (ওআরএ)

জেমিনি টেক্সটাইল রোড, গাইটাল, কিশোরগঞ্জ

মোবা: ০১৭১১৬২২৬০৯,০১৭১৫৩৮৯৬৩৮

ঢাকা অফিস

অর্গানাইজেশন ফর রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট (ওআরএ)

২৭১ / ৭, নীচ তলা, জাফরাবাদ, শংকর,মোহাম্মদপুর,ঢাকা-১২০৭

ফোন:৯১২৯৪১০. মোবা: ০১৭১১৬২২৬০৯,০১৭১৫৩৮৯৬৩৮

Email: oradhakaora @yahoo.com

orashou@yahoo.com

ভূমিকা

হাওর বাওরের অঞ্চল কিশোরগঞ্জ জেলা। সারা দেশের ন্যায় এখানেও রয়েছে বেকারত্ব,অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা,চিকিৎসা ও বাসস্থানের অভাব। এ সকল বিবিধ সমস্যা সমাধান করে তাদের উন্নয়ন কল্পে অর্গনাইজেশন ফর রুরাল এ্যাডভান্সমেনট (ওআরএ) সংস্থাটি ১৯৮৮ সালের ১লা জুন থেকে কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ উপজেলার রামনগর গ্রামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। হাজারো সমস্যাযুক্ত দরিদ্র মানুষের সমস্যা সমাধান করা ও,আর,এ এর একার পক্ষে সম্ভব নহে। ওআরএ জন্ম লগ্ন থেকে দরিদ্র মানুষের দারিদ্রতা বিমোচনের লক্ষ্যে সমস্যা সমাধানের কৌশলগুলো বাতলিয়ে সে মোতাবেক কাজ করার প্রয়াস চালিয়ে যাচেছ। কিন্তু প্রকৃত পক্ষ্যে গরীব মানুষের উন্নয়ন বিভিন্ন কারণে ব্যাধাগ্রস্ত হচেছ। তবে ওআরএ-এর নূন্যতম অভিজ্ঞতা থেকে এ উপলদ্বি হয়েছে যে যাদের জন্য উন্নয়ন তাদেরকে যদি বিশ্লেষণমুখী সচেতন করে উদ্ভোদ্ধ করা যায় তাহলে হয়ত বা কাজগুলো টেকসই হবে। এ প্রেরণা থেকে ২০০৬ ইং থেকে ওআরএ-এর প্রতিটি কর্মসূচীই Community Led Approach–এ করার জন্য কর্মী বাহিনীকে তৈরী করা হচেছ। আশা করা যায় ভবিষ্যতে কাজের টেকসই ও গ্রহন যোগ্যতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে।

ও,আর,এ বর্তমানে বিভিন্ন দাতা ও সহযোগী সংস্থার আর্থিক ও কারিগরী সহযোগিতায় বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কর্মসুচী চালিয়ে যাচেছ। এ প্রতিবেদনে ও,আর,এ এর কার্যক্রমের কিছুটা হলেও প্রতিফলন ঘটবে।

এই রিপোর্ট তৈরীতে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। প্রতিবেদনের মাঝে কোন ভূল ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে ভবিষ্যৎতে শুধরানোর জন্য পরামর্শ প্রদান করলে কৃতজ্ঞ থাকব।

শুভেচছান্তে,
এ্যাড. ফকির মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী পরিচালক
ও,আর,এ, কিশোরগঞ্জ।

অফিস পরিচিতি

প্রধান অফিস :	ঢাকা অফিসঃ
অর্গানাইজেশন ফর রুরাল এডভান্সমেন্ট (ও.আর.এ) জেমিনী টেক্সটাইল রোড, গাইটাল, কিশোরগঞ্জ মোবাইল ঃ ০১৭১১৬২২৬০৯,০১৭১৫৩৮৯৬৩৮ ইমেইল: orashou@yahoo.com	অর্গানাইজেশন ফর রুরাল এডভান্সমেন্ট (ও.আর.এ) ২৭১/৭ (নীচ তলা) জাফরাবাদ, শংকর, মোহাম্মদপুর,ঢাকা-১২০৭ মোবাইল ঃ০১৭১১৬২২৬০৯,০১৫৫২৩৮৮০৭৫ ফোন ঃ ০২-৯১২৯৪১০ ইমেইল:oradhakaora @ yahoo.com

শাখা অফিস

ও,আর,এ-করিমগঞ্জ শাখা	ও,আর,এ-নিয়ামতপুর শাখা	ওআরএ- নানশ্রী শাখা
করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ। (সৌহার্দ্য ,ক্ষুদ্র ঋন স্বাস্থ্য, পুষ্টি শিক্ষা) ০১৭১২-১৫৩০৫৭	নিয়ামতপুর, করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ (সৌহার্দ্য কর্মসূচী ও ঋন কর্মসুচী) ০১৭১৬৮৫৮০৮৬	গ্রাম: নানশ্রী, পোঃ নানশ্রী করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ক্ষুদ্র ঋণ ও দাতব্য চিকিৎসা ০১৭১৬৪২৫৭৪৭

প্রকল্প অফিস

ও,আর,এ-ইটনা শাখা	ও,আর,এ-কিশোরগঞ্জ শাখা	ও,আর,এ-নেত্রকোনা শাখা
ইটনা, কিশোরগঞ্জ। সৌহার্দ্য কর্মসূচী ০১৭১৯৬৪০৬৭৯	তানিম ভবন, শ্রীনগর, গাইটাল, কিশোরগঞ্জ। HIV /AIDS Targeted Intervention (HATI) ০১৭১৮৬৪৭৭৭৬	জয়নগর (পশু হাসপাতালের পিছনে) নেত্রকোনা। HIV /AIDS Targeted Intervention (HATI) ০১৭১৮২৩২৭৪৭

ওআরএ মির্জানগর শাখা	ওআরএ নান্দাইল শাখা
হাইসাওয়া প্রকল্প শোভার বাজার, মির্জানগর ইউ, পি কমপ্লেক্স পরশুরাম, ফেনী মোবাইল ঃ ০১৭১২৮৫১৯২৪	গ্রাম ও পোঃ পাঁচদরিল্লা, উপজেলা ঃ নান্দাইল, জেলা ঃ ময়মনসিংহ ০১৭১৬-৮৫৮০৮৬

ভূমিকাঃ

অর্গানাইজেশন ফর রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট (ও,আর,এ) একটি সমাজ সেবা মুলক প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের আত্মপ্রকাশ ১৯৮৮ সালের ১ লা জুন কিশোরগঞ্জ জেলার অর্ন্তগত করিমগঞ্জ উপজেলার জয়কা ইউনিয়নের রামনগর নামক অবহেলিত এক নির্ভৃত পল্লীতে। এর উদ্যোগতা এবং প্রতিষ্ঠাতা হলেন এ্যাড. ফকির মোঃ মাজহারুল ইসলাম। শুরুতে অর্গানাইজেশন ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (ও,আর,ডি) নামে ইহা দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী যারা সমাজে অবহেলিত, জীবন যাত্রা সাধারন মানের নীচে অবস্থান করছে তাদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৪ এপ্রিল ১৯৯১ ইং তারিখ সমাজসেবা বিভাগ ময়মনসিংহ কর্তৃক নিবন্ধীকৃত হয় যার নিবন্ধন নম্বর কিশোর ০১৬৫ কিন্তু ১৯৯৪ ইং সনে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধন করার সময় সংস্থার নাম কিছুটা পরিবর্তন করে বর্তমান নামকরন অর্গানাইজেশন ফর রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট (ও,আর,এ) করে নিবন্ধন করা হয়। যার নিবন্ধন নম্বর ৮২৮ তারিখ ০৯-০৫-১৯৯৪ ইং। পরবর্তীতে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধীত হয় এবং যার নিবন্ধন নং ২০২/০৬ তারিখ ২৩-০৫-২০০৬ ইং এবং মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অর্থরিটি কর্তৃক নিবন্ধনকৃত হয় এবং যার নিবন্ধন নং ০৪১২১-০১৩৭০-০০১৮৭

সংস্থার লক্ষ্য :

সমাজে পিছিয়ে পড়া দরিদ্র অবহেলিত পুরুষ ও মহিলা জনগোষ্ঠীর আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ণ।

সংস্থার ভিশন :

স্থানীয় এবং বহিরাগত সম্পদ বিশেষ করে মানব, কৃষি, পশু ও পানি সম্পদের মত আরও কিছু সম্পদ সমাবেশীকরনের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকাস্থ দুস্থ, গরীব, ক্ষমতা বঞ্চিত গ্রামীন এবং শহরের পুরুষ ও মহিলাদের জীবনের মান উন্নয়ন করে সমাজে তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

সংস্থার উদ্দেশ্য :

সংস্থা তার মূল লক্ষ্যকে সামনে রেখে নিম্নোক্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিভিন্ন কর্মসুচীর মাধ্যমে কাজ করে যাচেছ :

লক্ষিত জনগোষ্ঠীকে দল গঠন এবং সঞ্চয়ের অভ্যাসের মাধ্যমে সঞ্চয় তহবিল গঠন করা।

সংগঠিত দলে ঋন দানের মাধ্যমে আয় ও কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা।

অতি দরিদ্র পরিবারের খাদ্য অনিশ্চয়তা কমিয়ে এনে আয় ও কর্ম সংস্থান বৃদ্ধি করা

শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে কর্ম এলাকায় সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি করা।

নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন।

স্বাস্থ্য , HIV /AIDS প্রতিরোধ এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য পুষ্টি উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসুচী গ্রহণ।

কৃষি, পশু সম্পদ, বনায়ণ ও মৎস সম্পদের উন্নয়ন।

শিক্ষার মাধ্যমে পরিবেশ ও ব্যক্তি স্বাস্থ্যের উন্নয়ন সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

দল গঠনের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন করা এবং ভোটার এডুকেশনের মাধ্যমে গনতন্ত্রায়ন।

বর্তমান কর্ম এলাকা :

জেলা		উপজেলা		ইউনিয়ন		গ্রাম/ মহল্লা
সংখ্যা	নাম	সংখ্যা	নাম	সংখ্যা	নাম	
০১	কিশোরগঞ্জ	১	কিশোরগঞ্জ সদর	০১	কিশোরগঞ্জ পৌর সভা	০৯
				০২	বৌলাই	০৪
				০৩	কর্ষাকরিয়াইল	০১
				০৪	রশিদাবাদ	০২
		০২	করিমগঞ্জ	০১	করিমগঞ্জ	০৮
				০২	নিয়ামতপুর	০৬
				০৩	সুতারপাড়া	১০
				০৪	কাদিরজঙ্গল	০১
				০৫	গুজাদিয়া	০১
				০৬	নোয়াবাদ	১৯
				০৭	গুনধর	০৬
				০৮	জয়কা	১০
				০৯	দেহুন্দা	০২
				১০	বারঘরিয়া	০৭
				১১	জাফরাবাদ	০৩
		০৩	তাড়াইল	০১	দাহিমা	০৪
				০২	দীঘ দাইর	০১
		০৪	ইটনা	০১	ইটনা সদর	০৪
				০২	জয়সিদ্দি	০৪
				০৩	চৌগাংগা	০৪
				০৪	বড়ই বাড়ী	০৪
				০৫	এলংজুরী	০৫
				০৬	মৃগা	০৭
				০৭	ধনপুর	০৭
				০৮	বাদলা	০৪
				০৯	রায়টুটি	০৫
০২	নেত্রকোনা	০৫	নেত্রকোনা সদর	০১	নেত্রকোনা সদর	০৯
০৩	ফেণী	০৬	পরশুরাম	০১	১ নং মির্জানগর	২৬
০৩		০৬		২৮		১৭৩

বর্তমান কর্মসুচী :

দল গঠন ও সঞ্চয় তহবিল গঠন।
ঋনদান এবং আয় ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি।
সৌহার্দ্য কর্মসুচী।
এইচ,আই,ভি/এইড্স টার্গেটেড ইন্টারভেনশন ।
আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা ও উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা।
রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন **(ROSC)**
নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা বিতরন।
দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালন।
মা ও শিশু স্বাস্থ্য পুষ্টি শিক্ষা কর্মসূচী।
হাইজিন,ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন কর্মসুচী **(HYSAWA)|**
টেক্স আদায়ের লক্ষে নাটক প্রদর্শন।
শিক্ষা সংক্রান্ত সেমিনার/কর্মশালার আয়োজন করা।
শিশু অধীকার সংরক্ষন বিষয়ক কর্মসুচী পালন।
কৃষি, পশু ও মৎস সম্পদের উন্নয়ন।
প্রশিক্ষন (সাধারন ও কারিগরি)।

মোট লক্ষিত জনগোষ্ঠী:

কর্মসুচীর ধরন	দলের সংখ্যা	পরিারের সংখ্যা	লক্ষিত জনগোষ্ঠী
ক্ষুদ্র ঋন কর্মসুচী	**১৫৬**	**২০৫১**	**১০২৫৫**
সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচী	**-**	**২২০০০**	**১১০০০০**
মোট	**১৫৪**	**২৪০৫১**	**১২০২৫৫**

মোট কর্মীঃ

পুরুষ	মহিলা	মোট
১১৬	২২৩	৩৩৩

প্রকল্প ভিত্তিক কর্মীর বিবরন :

ক্রঃন ং	কর্মসূচীর নাম	নিয়মিত কর্মী			প্রকল্প কর্মী			সর্ব মোট		
		পুঃ	মঃ	মোট	পুঃ	মঃ	মোট	পুঃ	মহিলা	মোট
০১	দল গঠন ও ঋন দান কর্মসূচী	০৪	০৩	০৭	-	-	-	০৪	০৩	০৭
০২	ঐওঠ/অওউঝ প্রতিরোধ কর্মসূচী	০৮	১৭	২৫	-	-	-	০৮	১৭	২৫
০৩	সৌহার্দ্য কর্মসূচী	৩১	০৯	৪০	৪৩	১১৬	১৫৯	৭৪	১২৫	১৯৯
০৪	ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন কর্মসূচী	০২	০১	০৩	-	-	-	০২	০১	০৩
০৫	উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা	০৫	৪৮	৫৩	-	-	-	০৫	৪৮	৫৩
০৬	আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা	০১	০৩	০৪	-	-	-	০১	০৩	০৪
০৭	রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন	০৪	০৯	১৩	-	-	-	০৪	০৯	১৩
০৮	মা ও শিশু স্বাস্থ্য পুষ্টি শিক্ষা	-	-	-	০৪	০৫	০৯	০৪	০৫	০৯
০৯	দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালন	০২	০২	০৪	-	-	-	০২	০২	০৪
১০	হাইজিন, ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন	০২	০১	০৩	০৯	০৯	১৮	১১	১০	২১
১১	টেক্স আদায়ের লক্ষে নাটক প্রদর্শন	-	-	-	০১	-	০১	০১	-	০১
১২	আর্সেনিক মিটিগেশন	০৪	-	০৪	-	-	-	০৪	-	০৪
	মোট	৬৩	৮৩	১৪৬	৫৭	১৩০	১৮৭	১২০	২২৩	৩৩৩

বর্তমান দাতা সংস্থার নাম ও কার্যক্রম :

ক্র:নং	দাতা সংস্থার নাম	কার্যক্রম
০১	সংস্থা ও উপকারভোগী	সঞ্চয় ও দল গঠন
০২	পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন ও সংস্থা	ঋন দানের মাধ্যমে আয় ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি
০৩	WORLD BANK / DFID & NASP	HIV / AIDS প্রতিরোধ কর্মসুচী
০৪	প্রাথমিক ও গন শিক্ষা মন্ত্রানালয়,বাংলাদেশ সরকার	আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা।
০৫	প্রাথমিক ও গন শিক্ষা মন্ত্রানালয়, বাংলাদেশ সরকার।	Reaching Out of School Children (ROSC)
০৬	USAID & CARE-Bangladesh	সৌহার্দ্য কর্মসুচী
০৭	ব্র্যাক ও ইসি	উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা ।
০৮	এনজিও ফোরাম ,ঢাকা।	ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন
০৯	বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন **(বিএনএফ)**	মা ও শিশু স্বাস্থ্য পুষ্টি শিক্ষা কর্মসুচী
১০	স্থানীয় জনগন, বাংলাদেশ সরকার ও ডানিডা	হাইজিন, ওয়াটার সাল্পাই এন্ড স্যানিটেশন।
১১	সমাজের দানশীল ব্যাক্তিদের দেয়া যাকাত	বিনা মূল্যে ঔষধ সহ চিকিৎসা সেবা প্রদান
১২	এল,জি,ই,ডি	টেক্স আদায়ের লক্ষে নাটক প্রদর্শন।

কর্মসূচী ভিত্তিক পরিচিতি :

০১. দল গঠন ও সঞ্চয় কর্মসূচী:

ও,আর,এ তার মূল লক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে দারিদ্রতা বিমোচন প্রচেষ্ঠা সমূহের যে বিষয়টি প্রাধান্য দিয়ে আসছে তা হলো দল সংগঠন। কেননা ও,আর,এ বিশ্বাস করে যে প্রতিটি মানুষেরই সৃষ্টিশীল প্রতিভাসমূহ সুপ্ত থাকে যা বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঐ সৃষ্টিশীল প্রতিভাসমূহ বিকশিত করতে পারা যায়। মানুষের সেই সুপ্ত প্রাতিভাকে বিকশিত করতে চাই সাংগঠনিক শক্তি। আর দল সংগঠনের মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পায় এবং পরস্পরের সৃষ্টিশীল ধারনা, বিশ্বাস, ক্ষমতা একত্রিত হয়ে একটি শক্তি সৃষ্টি হয়। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই সহযোগিতার অভাবের ফলে তাদের উন্নতিকে বাধাগ্রস্থ করেছে, আর এ সুযোগে এক শ্রেনীর স্বার্থান্বেশী মহল তাদের শোষন করছে। এই স্বার্থান্বেশী মহল থেকে পরিত্রান পেতে হলে চাই সাংগঠনিক শক্তি। আর সেই সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি করতে প্রয়োজন অর্থের। কিন্তু সেই অর্থ আসবে কোথা থেকে ? গরীব মানুষের সেই অর্থ আসার একটি বড় উপায় হলো সঞ্চয়। তাই ও,আর,এ তার লক্ষিত জনগোষ্ঠীর মাঝে সঞ্চয়ের অভ্যাস করানোর মাধ্যমে এই তহবিল গঠনের প্রয়াস চালিয়ে যাচেছ।

ডিসেম্বর ২০০৯ ইং পর্যন্ত দল গঠন ও সঞ্চয় তহবিল গঠনের সার্বিক তথ্য :

ক্র:নং	বিবরন	পুরুষ	মহিলা	মোট	মোট সঞ্চয়
০১	দল গঠন	২৯	১২৭	১৫৬	৪,৩৪,০২৩.০০
০২	দলীয় সদস্য	৩২০	১৭৩১	২০৫১	

০২. ঋনদান কর্মসূচী:

ও,আর,এ প্রাথমিক অবস্থায় দলীয় সদস্যদের সঞ্চয় থেকে সংগৃহীত অর্থের মাধ্যমে সংস্থার ঋনদান কর্মসূচী পরিচালনা করে আসছে। পরবর্তীতে ১৯৯২ ইং সনের সেপটেম্বর মাসে পি,কে,এস,এফ-এর সহযোগী সংগঠন হিসেবে এনলিসটেড হয়ে পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে অদ্যবদি ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এ পর্যন্ত সংস্থা পিকেএসএফ থেকে ৩,৩১,৫০,০০০.০০ টাকা ঋন হিসেবে গ্রহণ করেছে।

বৎসর	প্রাপ্ত টাকা	পুজিভূত টাকা (লক্ষ)
২০০১- ২০০৮ ইং	১,৬৪,৫০,০০০.০০	১,৬৪,৫০,০০০.০০
২০০১ ইং	২,০০,০০০.০০	১,৬৬,৫০,০০০.০০
২০০২ ইং	১০,০০,০০০.০০	১,৭৬,৫০,০০০.০০
২০০৩ ইং	২১,০০,০০০.০০	১,৯৬,৫০,০০০.০০
২০০৪ ইং	৩৫,০০,০০০.০০	২,৩১,৫০,০০০.০০

২০০৫ ইং	২২,০০,০০০.০০	২,৫৩,৫০,০০০.০০
২০০৬ ইং	২৮,০০,০০০.০০	২,৮১,৫০,০০০.০০
২০০৭ ইং	২৬,০০,০০০.০০	৩,০৭,৫০,০০০.০০
২০০৮ ইং	১৪,০০,০০০.০০	৩,২১,৫০,০০০.০০
২০০৯ ইং	১০,০০,০০০.০০	৩,৩১,৫০,০০০.০০

পি,কে,এস,এফ এর আওতায় ঘুর্নায়মান তহবিল হিসাবে ডিসেম্বর - ২০০৯ ইং পর্যন্ত বিতরন করা হয়েছে আট কোটি ষোল লাখ আটান্ন হাজার দুইশত (৮,১৬,৫৮,২০০.০০) টাকা এবং আদায় হয়েছে সাত কোটি সাতষট্টি লাখ চুরাশি হাজার ছয়শত ছত্রিশ (৭,৬৭,৮৪,৬৩৬.০০) টাকা বর্তমানে মাঠ পর্যায়ে স্থিতি আছে আট চল্লিশ লক্ষ তিয়াত্তর হাজার পাঁচশত চৌষট্টি (৪৮,৭৩,৫৬৪.০০) টাকা।

০৩. HIV / AIDS প্রতিরোধ কর্মসূচী:

রুরাল পুওর ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন **(আর,পি,ডি,ও)**, লিড এনজিও সহ আরও তিনটি সহযোগী সংস্থা ও,আর,এ , আসর এবং সি,ডি, ডব্লিউ,এফ এর মাধ্যমে আরপিডিও কনসোর্টিয়াম গঠন করে এইচ আই ভি /এইড্স/এসটিডি প্রতিরোধ কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিগত আগষ্ট-২০০৪ ইং তারিখে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে ইউনিসেফের সাথে চুক্তি বদ্ধ হয়। সে লক্ষ্যে আরপিডিও কনসোর্টিয়াম বাংলাদেশ সরকারের আর্থায়নে এবং ইউনিসেফ এর কারীগরি সহায়তায় এইচ আই ভি /এইড্স/এসটিডি প্রতিরোধ কর্মসূচী বাস্তবায়ন কল্পে ঢাকা বিভাগের ০৮ টি এবং খুলনা বিভাগের ০৫ টি জেলায় হোটেল ও আবাসিক এলকায় অত্যন্ত ঝুকিপূর্ন জনগোষ্ঠীদের নিয়ে এইচ আই ভি /এইড্স প্রতিরোধ কর্মসূচী চালিয়ে যাচ্ছে। এরি ধারাবাহিকতায় অর্গানাইজেশন ফর রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট **(ও,আর,এ)** ঢাকা বিভাগের ০২ টি জেলা কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনায় এইচ আই ভি / এইড্স /এসটিডি প্রতিরোধ কর্মসূচী ৩১ শে ডিসেম্বর-২০০৭ ইং তারিখ পর্যন্ত বাস্তবায়ন করে। কিন্তু পরবর্তীতে জানুয়ারী-২০০৮ ইং তারিখ থেকে এ কর্মসুচীটি এইচআইভি এইডস টার্গেটেড ইন্টারভেনশন (হাটি) নামকরণ করে সেন্টার ফর ডেভলপমেন্ট সার্ভিসেস **(সিডিএস)** কনর্সোটিয়ামের আওতায় ও,আরএ এ কার্যক্রমটি জুলাই-২০০৯ ইং পর্যন্ত পরিচালিত করে।

প্রকল্পের লক্ষ্য :

হোটেল ও আবাসিক এলাকায় অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ন জনগোষ্ঠীর মাঝে এইচ আই ভি এইড্স/এসটিডি সংক্রমন সংক্রান্ত প্রতিরোধের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

হোটেল ও আবাসিক এলকায় অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ন জনগোষ্ঠীর মাঝে HIV /AIDS সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
HIV /AIDS কমিয়ে আনার লক্ষ্যে আচরনগত পরিবর্তনের জোর প্রচেষ্টা (একক ও দলীয় আলোচনার মাধ্যমে)
অত্যন্ত ঝুকিপূর্ন জনগোষ্ঠীর মাঝে প্রবক্তনা কর্মসূচী চালু করা।
ক্লিনিকের মাধ্যমে রোগীদের চিকিৎসা সেবা ও বিনামূল্যে ঔষধ প্রদান ও রেফারেল সেবা নিশ্চিত করা।
অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ন জনগোষ্ঠীর মাঝে কনডমের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা।

জানুয়ারী-০৯ ইং থেকে জুলাই ২০০৯ ইং পর্যন্ত বাস্তবায়িত কার্য্যক্রম সমুহ :

ক).ঝুঁকি পূর্ন জনগোষ্ঠীর সাথে একক ও দলীয় আলোচনা করা।
খ) যৌন কর্মীদের সাথে এইচআই ভি /এইড্স/এসটিআই সংক্রান্ত কাউন্সিলিং করা।
গ). যৌন রোগী চিহ্নিত করন এবং বোগীদের ক্লিনিকে আনা ও বিনামূল্যে ঔষধ সেবা সহ চিকিৎসা সেবা প্রদান করা।
ঙ). অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ন জনগোষ্ঠীর মাঝে কনডমের সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা।
চ) জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সরকারী ও বেসরকারী কর্মকর্তা,সামাজিক,রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় নেতাদের নিয়ে কর্মশালার আয়োজন করা।
ছ) গন সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশ্ব এইডস দিবস পালন ও র‌্যালীর আয়োজন করা।

দলীয় আলোচনা ও একক আলোচনায় অংশ গ্রহন কারীর সংখ্যা :

জেলা	দলীয় আলোচনা		একক আলোচনা	মোট জন
	দল #	অংশগ্রহনকারী	অংশগ্রহনকারী	
কিশোরগঞ্জ	১২৯	৬৪৫	১৮৭১	২৫১৬
নেত্রকোনা	১৩৪	৬৮৯	১৬১০	২২৯৯
সর্বমোট	৩৬৩	১৩৩৪	৩৪৮১	৪৮১৫

দলীয় ও একক আলোচনার বিষয় সমুহ :

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য
এইচ আই ভি /এইড্‌স/এসটিডি কি? কিভাবে ছড়ায় ও এর প্রতিকার।
কনডম ব্যবহারের সঠিক নিয়ম।
যৌন রোগ সম্পর্কে ধারনা।
ক্লিনিক্যাল সেবা সম্পর্কে ধারনা প্রদান এবং প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে আলোচনা।

এ্যাডভোকেসী :

কর্ম এলাকায় বিভিন্ন পেশায় কর্মরত যেমন সরকারী বেসরকারী কর্মকর্তা ,হোটেল ম্যানেজার , হোটেল বয় ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এবং গন্য ব্যাক্তিবর্গের সংগে এ্যাডভোকেসী করেন ।

জেলা	এ্যাডভোকেসী	
	সংখ্যা	অংশগ্রহনকারী
কিশোরগঞ্জ	০৫	৩৪
নেত্রকোনা	০৪	২৮
সর্বমোট	০৯	৬২

ক্লিনিকেল সেবা :

প্রতিটি ডিআইসিতেই ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী সপ্তাহে তিনদিন নিয়মিত ভাবে রোগী দেখা এবং ঔষধ প্রদান করা সহ পুরাতন রোগীদেরর ফলোআপ করা হয়। ফলোআপের বিষয় সমূহ নিম্নরুপ:
নিয়মিত ঔষধ সেবন
নির্ধারিত তারিখ অনুযায়ী ডাক্তারকে তার রোগের পরিস্থিতি অবহিত করা ও সঠিক পদ্ধতিতে কনডম ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং এর ব্যবহার বৃদ্ধি করা। নিম্নে ক্লিনিকেল সেবার তথ্য প্রদান করা হলো:

জেলা	সেবা প্রাপ্তদের সংখ্যা			
	মহিলা	পুরুষ	শিশু	সর্ব মোট
কিশোরগঞ্জ	২০৩	৪২	-	২৪৫
নেত্রকোনা	২২০	-	-	২২০
মোট	৪২৩	৪২	-	৪৬৫

কনডম বিতরন:

এইচ আইভি এইড্‌স প্রতিরোধের অন্যতম উপায় হলো যৌন মিলনের সময় কনডম ব্যবহার করা কিন্তু জনগনের সচেতনতার অভাবে কনডম ব্যবহারে অনীহা রয়েছে। আর এই সচেতনতা বৃদ্ধি করে সঠিক কনডম ব্যবহারে উদ্বোদ্ধ করন করার লক্ষ্যে ২০০৯ ইং তারিখে কিশোরগঞ্জ ডিআইসি-র মাধ্যমে ৬৪০০ টি কনডম এবং নেত্রকোনা ডিআইসির মাধ্যমে ৩৬০০ টি কনডম বিতরন করা হয়েছে।

০৪. সৌহার্দ্য কর্মসূচী:

সৌহার্দ্য কর্মসূচীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

২০০৯ ইং সালের মধ্যে বাংলাদেশের মোট ১৮ টি জেলার ৪ লক্ষ দুঃস্থ্য পরিবারের স্থায়ী এবং অস্থায়ী খাদ্য অনিশ্চয়তা স্থায়ীভাবে কমিয়ে আনা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সমূহঃ

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য -১ :

লক্ষীত খানাগুলোর অধিকার সংরক্ষন ও সেবাদানকারী সংস্থাসমূহের জবাবদিহিতা বৃদ্ধিকরনের মাধ্যমে দূর্দশাগ্রস্থ খানার সেবার প্রাপ্যতা ও তাদের খাদ্য নিশ্চয়তা বিধানে অর্থনৈতিক সুযোগের উন্নয়ন ঘটিয়ে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ২ :

প্রকল্পভূক্ত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য ও পুষ্টির টেকসই উন্নয়ন করা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যঃ ৩

লক্ষীত ঝুকিপূর্ণ খানার ৪ লক্ষ নারী এবং বালিকার ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যঃ ৪

লক্ষীত জনগোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠান সমূহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রস্তুতি, প্রশমন ও সাড়া প্রদানে কার্যকর ভাবে সক্ষম করা ।

সৌহার্দ্য কর্মসূচীর মূলবার্তাঃ

স্থানীয় জনগোষ্ঠি, তাদের নিজস্ব সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হয়ে কার্যকরী ভূমিকা পালনের মাধ্যমে নিজেদেরকে নিজেদের সমস্যা সমাধানকারী হিসেবে গড়ে তুলবে এবং স্থানীয় সেবেদানকারী প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি/কার্যালয়গুলোর সেবা প্রদানে কার্যকরী সহযোগীতা প্রাপ্তি নিশ্চিত করবেন।

সৌহার্দ্য কর্মসূচীর নীতিমালাঃ

অতি দরিদ্রদের অগ্রাধিকার দেয়া
কমিউনিটি কর্তৃক পরিচালিত অংশ গ্রহন মূলক প্রক্রিয়া (Community Led Process)
বিদ্যমান গ্রুপ / প্রতিষ্ঠানের অগ্রাধিকার দেয়া
অবকাঠামোগত কাজের পূর্বে Software-এর কাজ করা।
স্থানীয় / প্রচলিত জ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধন করা।
অবহেলিত এলাকা এবং অবহেলিত জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার দেয়া।
নারী পুরুষের সাম্যতা" বিষয়টিকে সত্যিকার অর্থে কার্যকর করা।
অধীকার ভিত্তিক কর্মসুচীর উপর গুরুত্ব আরোপ করা।
পরিবেশগত সমীক্ষা ও পরিবীক্ষন করা।
অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করা, ঠিকাদারীর ভিত্তিতে নয়।

এলাকার উন্নয়নে কর্ম পরিকল্পনা প্রনয়নে ব্যাস্ত।

সৌহার্দ্য কর্মসূচীর এ্যাপ্রোচ সমূহঃ

- কমিউনিটি লেড এ্যাপ্রোচ (Community Led Approach)
- অধিকার ভির্ত্তিক এ্যাপ্রোচ (Rights Based Approach)
- অংশীদারিত্বমূলক এ্যাপ্রোচ (Partnership Approach)

সোহার্দ্য কর্মসূচীর আওতায় প্রথমত দু ধরনের কাজ হয়ে থাকে যেমন কাঠামোগত ও অকাঠামোগত কাজ।

কাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম :

সৌহার্দ্য কর্মসূচী কিছু কাঠামোগত উন্নয়নমূলক কাজ করে থাকে সেগুলো হলঃ

- কমিউনিটি রিসোর্স সেন্টার (সিআরসি) নির্মান।
- বাজার নির্মান।
- সামাজিক স্থান (Community Place) উচুকরণ।
- গ্রাম সম্প্রসারণ (Mound Extension)
- পুকুর/খাল খনন বা পুনঃ খনন।
- স্কুল বা বাজার সংযোগ সড়ক নির্মান।
- গ্রাম প্রতিরক্ষা দেয়াল নির্মান।
- গভীর ও অগভীর নলকূপ নির্মাণ।

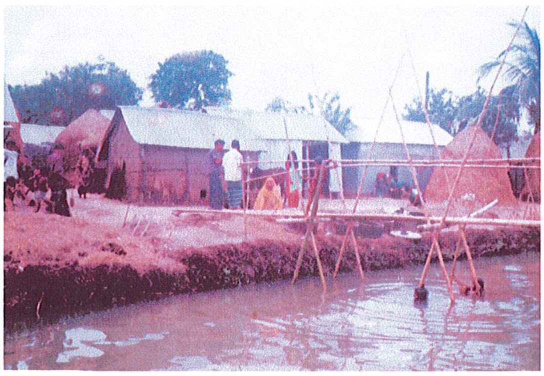

ওআরএ সৌহার্দ্য কর্মসূচীর উপকারভোগী কর্তৃক নির্মীত বাঁশের সাকু।।

- গ্রুপ লেট্রিন স্থাপন।
- টিউব ওয়েল মেরামত।
- ইউনিয়ন কমপ্লেক্স নির্মাণ।

কাঠামোগত কাজ : (শুরু হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত অর্জন)

কাজের ধরন	করিমগঞ্জ উপজেলা	ইটনা উপজেলা	তাড়াইল উপজেলা	সর্বমোট
	অর্জন	অর্জন	অর্জন	
কমিউনিটি রিসোর্স সেন্টার তৈরী	০১ টি	০১ টি	০১ টি	০৩টি
কমিউনিটি প্লেইস উন্নয়ন	০১ টি	০৪ টি	-	০৫টি
ফসল রক্ষা বাধ নির্মান		০৫		
মাটি ভরাট করে গ্রাম সম্প্রসারন	-	০৯ টি	-	০৯টি
সংযোগ রাস্তা নির্মান	০২ টি	০৩ টি	-	০৫ টি
কমিউনিটি লেট্রিন তৈরী	৫ টি	০৫ টি	০২ টি	১২টি
ফসল রক্ষা বাধ তৈরী	-	০৫ টি	-	০৫টি
গ্রাম প্রতিরক্ষা দেয়াল তৈরী	-	০৩ টি	-	০৩ টি
ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন	০৬ টি	১৪ টি	০১ টি	২৯ টি

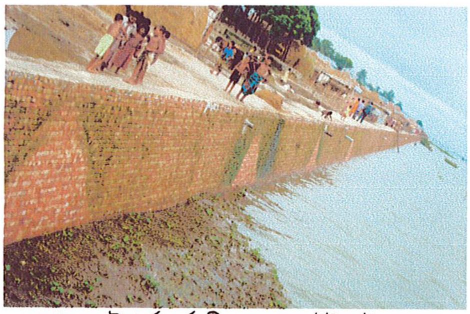

ওআরএ সৌহার্দ্য কর্মসূচীর আওতায় ইটনা উপজেলার অধীন রায়টুটি ইউনিয়নের আড়ালিয়া গ্রামে নির্মিত বন্যা প্রতিরোধ দেয়াল।

অবকাঠামোগত কাজ সমূহ:

- প্রত্যেকটি গ্রামে গ্রাম উন্নয়ন কমিটি গঠন করা
- বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য গ্রাম ও ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন
- স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি (এস এম সি) ও প্যারেন্ট টিচার এসোসিয়েশন (পি টি এ) গঠন
- সঞ্চয় দল, কিশোর-কিশোরী দল, মায়েদের দল ও সাংস্কৃতিক দল গঠন

দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ:

- মাঠ ফসল আবাদ প্রশিক্ষন
- শাক সবজী আবাদ প্রশিক্ষণ
- সমন্বিত বসতবাড়ি উন্নয়ন প্রশিক্ষন
- মৎস চাষ প্রশিক্ষন
- আই জি এ প্রশিক্ষন

সৌহার্দ্য কর্মসূচীর আওতায় আনোয়ার পুর গ্রামের উপকারভোগী কর্তৃক আবাদকৃদ সবজি বাগান।

নির্দিষ্ট উপকারভোগীদের মাঝে আয় ও কর্ম সংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে নিম্নোক্ত উপকরনগুলো প্রদান করা হয় :

- সবজির বীজ বিতরন।
- ফলজ ও বনজ গাছের চারা বিতরন।
- হাঁস-মুরগীর বাচ্চা বিতরন।
- গরু-ছাগলের বাচ্চা বিতরন।
- মাছের পোনা বিতরন।
- নৌকা বিতরন।
- মাছ ধরার জন্য জাল বিতরন।
- সেলাই মেশিন বিতরন।
- রিক্সা বিতরন।

সৌহার্দ্য কর্মসূচীর আওতায় উপকার ভোগীদের মাঝে আইজি-এর টাকা বিতরন করছেন কর্মসূচীল ফিল্ড কো-অর্ডিনেটর মো: জহিরুল ইসলাম।

সৌহার্দ্য কর্মসূচীতে খাদ্য সহায়তার ধরন:

কাজের বিনিময়ে খাদ্য- আকাল/মন্দাকালীন সময়ে সাময়িক কর্মসংস্থান। কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী অভাবকালীন সময়ে পরিচালিত হবে। ভৌগলিক অঞ্চল ভেদে কাজের বিনিময়ে খাদ্যকর্মসূচী বিভিন্ন সময়ে পরিচালিত হবে ।

গর্ভবতী ও ০-২ বছর বয়সী শিশুর মায়েদের- পুষ্টি চাহিদা পূরণ

দূর্যোগ কালীন বিশেষ মূহুর্তে জরুরী ত্রান প্রদান।

ইউনিয়ন দুর্যোগ সেচ্ছা সেবকদের সনদ বিতরনী অনুষ্ঠানে সেচ্ছা সেবকদের মাঝে সনদ বিতরন করছেন ওআরএ-এর নির্বাহী পরিচালক, এ্যাড. ফকির মো: মাজহারুল ইসলাম ।

সৌহার্দ্য কর্মসূচীর অন্যান্য কার্যক্রম :

লক্ষিত খানা ও গ্রাম গুলোতে ১০০% স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যাবহার নিশ্চিত করা

- লক্ষিত গ্রাম গুলোতে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা
- সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠান গুলোর সাথে গ্রামবাসীদের নিয়ে
- গ্রাম/ইউনিয়ন/ উপজেলা পর্যায়ে মিটিং/কর্মশালা করা।
- বিভিন্ন উন্নয়ন কমিটি গঠন ও পূণ:গঠন করা।
- নারীদের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ এবং সহায়তা প্রদান।
- লক্ষীত জনগোষ্ঠীকে সরকারী কর্মকর্তা ও ইউনিয়ন পরিষদের
- সাথে সম্পৃক্ত করা এবং সেবা পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা
- বিভিন্ন সচেতন মূলক ক্যাম্পেইন, র‌্যালী, কর্মশালা ও আলোচনা সভা করা।

এক নজরে ২০০৯ ইং সনে সৌহার্দ্য কর্ম এলাকায় উল্লেখযোগ্য কাজের অগ্রগতি:

ক্র.নং	বিবরন (কার্যক্রমের নাম)	লক্ষ্য মাত্রা	অর্জন
১	সমন্বিত বসতবাড়ী উন্নয়ন (বীজ, ছাগল, মুরগী, ফলের চারা, বেড়ার জন্য জাল, ঝরনা, নিড়ানী, কোদাল, কলসী বিতরণ)	৩৯৬ জন	২৯০ জন
২	সবজী চাষ (বীজ, বেড়ার জন্য জাল, ঝরনা, কোদাল, কলসী, হুইডার বিতরণ)	৩৪৯ জন	২৪৯ জন
৩	ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য নগদ টাকা বিতরন (৩০০০-৪০০০ টাকা প্রতিজন)	২০০০ জন	১৯২০ জন
৪	হাঁস বিতরন (১৮ টি প্রতিজন)	৫০০ জন	৪৪৫ জন
৫	ছাগল বিতরন ৩টি করে প্রতিজন (৪০০০ টাকা)	৩০০ জন	২৬৫ জন
৬	গরু বিতরণ (১টি প্রতিজন ৫০০০-৬০০০ টাকা)	৫৬৫ জন	৪৯০ জন
৭	মাছ চাষের জন্য জাল, নৌকা	৭০৪ জন	৬৪৭ জন
৮	ব্রি-ধান ৪৫ বীজ বিতরণ	৬২ জন	৬২ জন
৯	সেলাই মেশিন, বাঁশ ও জাল বিতরণ নাড়ু,মুড়ি,টুংগা বানানো উপকরণ বিতরণ	০৩ জন	০৩ জন
১০	ইউনিয়ন পরিষদে দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য উপকরণ সেট (টর্চ লাইট ৩ টি, ভয়া, ৩ টি, হ্যান্ডমাইক ৩ টি ও স্টেচার ১টি) বিতরণ	১৪ সেট	১৪ সেট
১১	দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবকদের সার্টিফিকেট ও ড্রেস বিতরণ	২৫২ জন	২৫২ জন
১২	একতা (মহিলা) দল পরিচালনা	৯ টি	০৯ টি
১৩	একতা কেন্দ্রে মিনি লাইব্রেরী স্থাপন	০৯ টি	০৯ টি
১৪	গ্রাম উন্নয়ন কমিটিতে ত্রিপাল, স্কোপার, ফ্লিপচার্ট, নারী বই,স্থানীয় সরকার ও জনঅংশগ্রহণ বই,সবজী চাষ ও মাছ চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল বিতরণ	৬১ টি	৬১ টি
১৫	শিশু বিকাশ কেন্দ্র পরিচালনা	২৮ টি	২৮ টি
১৬	সম্পূরক খাদ্য বিতরন (গর্ভবতী ও দুগ্ধবতী মা) প্রতি জনকে গম ১২ কেজি, তেল ১.৫ কেজি, ডাল ০.৫ কেজি (প্রতি মাসে একবার)	১৪৫০ জন	১৪৫০ জন
১৭	গ্রোথ মনিটরিং (জন)	১৪৫০ জন	১৪৫০ জন

১৮	স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক সেশন পরিচালন	১২০ টি	১২০ টি
১৯	নলকূপ মেরামত	৫০ টি	৫০ টি
২০	গভীর নলকূপ স্থাপন	০৫ টি	০৫ টি
২১	কাজের বিনিময়ে খাদ্য/টাকা (গ্রাম সম্প্রসারণ,স্কুল/ হাটি/ বাজার সংযোগ রাস্তা, ফসল রক্ষা বাঁধ, কবরস্থান/ঈদগাহ/স্কুল মাঠ উচুঁকরণ	০৮ টি	০৮ টি
২৩	গ্রাম প্রতিরক্ষা দেয়াল নির্মাণ	০১ টি	০১ টি
২৪	বিল বোর্ড স্থাপন	১৪ টি	১৪ টি
২৫	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ	০১ টি	০১ টি
২৬	মার্কেট নির্মাণ	০১ টি	০১ টি
২৭	পাইলটিং ভিডিসি গঠন (৩ লক্ষ টাকার নৌকা, হাঁসের হ্যাচারী স্থাপন, গরু বিতরণ)	০১ টি	০১ টি

শিক্ষা কার্যক্রম ২০০৯ ইং এর তথ্যঃ

কাজের ধরন	গ্রাম	ইউনিয়ন	উপজেলা	কেন্দ্রের সংখ্যা	শিক্ষার্থীর সংখ্যা		
					ছাত্র	ছাত্রী	মোট
আরলি চাইল্ডহোড ডেভলেপমেন্ট	০৮ টি	০৪ টি	করিমগঞ্জ	০৮ টি	১৭ জন	২৪৩ জন	২৬০ জন
	০২ টি	০১ টি	তাড়াইল	০২ টি	৪০ জন	৭০ জন	১১০ জন
	১৭ টি	০৯ টি	ইটনা	১৮ টি	৪১৩ জন	৫৬৭ জন	৯৮০ জন
মোট ছাত্র ছাত্রী					৪৭০ জন	৮৮০ জন	১৩৫০ জন
একতা দল	০৩ টি	০২ টি	করিমগঞ্জ	০৩ টি	-	৯০ জন	৯০ জন
	০৬ টি	০৬ টি	ইটনা	০৬ টি	-	১৮০ জন	১৮০ জন
		মোট ছাত্র ছাত্রী				২৭০ জন	২৭০ জন

০৫. নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা বিতরন :

ক.স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা বিতরনঃ

স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল এটা সর্বজন স্বীকৃত। কিন্তু দেশের অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সচেতনতার অভাবে সারা বৎসর রোগাক্রান্ত হয়ে ভুগতে হয় তাদের। স্বাস্থ্য সচেতনতার অভাব দারিদ্রতার একটি অত্যন্ত গুরূত্বপূর্ন কারন হিসাবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। তাই সরকারী কর্মকান্ডের পাশাপাশি ও,আর,এ ১৯৯৩ সাল থেকেই প্রকল্প এলাকায় এনজিও ফোরাম ফর ড্রিকিং ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন এর আর্থিক ও কারিগরী সহায়তায় স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মসূচী চালিয়ে আসছ। স্বাস্থ্য শিক্ষার বিষয়গুলি হলোঃ

- সকল কাজে নিরাপদ পানি ব্যবহার করা।
- স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা তৈরী ও ব্যবহার করন।
- ব্যক্তি স্বাস্থ্য ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা।

এ কাজ গুলোর সঠিক বাস্তবায়ন কল্পে নিম্নোক্ত কাজগূলু করা হয়ঃ যেমন

- গ্রাম উন্নয়ন কমিটি মিটিং
- উঠান বৈঠক
- স্কুল মিটিং
- দলীয় মিটিং
- ইমাম ওরিয়েন্টেশন

০৬. আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষাঃ

বিদ্যালয়বীহিন গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন

শিক্ষা সর্বত্র মানুষের অধিকার হিসাবে স্বীকৃত। বিশ্বব্যাপী শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরা হচ্ছে , মানুষও ক্রমবর্ধমানভাবে তাতে আগ্রহ প্রকাশ করছে। বাংলাদেশের সংবিধানে সকল নাগরিকের জন্য শিক্ষা 'মৌলিক অধিকার' হিসেবে স্বীকৃত। শিক্ষা প্রসারের সর্বাত্বক চেষ্টা একটি গণতান্ত্রিক উদ্যোগ হয়ে উঠতে পারে । এজন্য দরকার শিক্ষা নীতি ,পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার গণতন্ত্রায়ন। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ ইউনিট , প্রাথমিক ও গন শিক্ষা মন্ত্রনালয় শিক্ষা ভবন, ঢাকা এর আর্থিক সহায়তায় কিশোরগঞ্জ জেলার অধীন করিমগঞ্জ উপজেলার জাফরাবাদ ইউনিয়নের বিদ্যালয় বিহীন গ্রাম মাঝিরকোনায় একটি ৭০ ফুট দীর্ঘ বারান্দা সহ চৌচালা টিনের ঘর তৈরী করা হয়। স্কুল গৃহটি ডিসেম্বর ২০০৫ ইং তারিখে সম্পন্ন করে বর্তমানে ১৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী ও চার জন শিক্ষক/ শিক্ষয়ীত্রি নিয়ে স্কুলটি প্রতিষ্ঠা কারী সংস্থা ও,আর,এ এবং উপজেলা শিক্ষা কর্মকতার্র সার্বিক তত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে।

০৬. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাঃ

০৬.ক. উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষাঃ

কিশোরগঞ্জ জেলার মাঝে করিমগঞ্জ উপজেলার বেশরি ভাগ এলাকাই হলো হাওর এলাকা। বর্তমানে কিশোরগঞ্জে সাক্ষরতার হার প্রায় ৬০%। এর মাঝে করিমগঞ্জের অবস্থা আরও করুন। যা হউক পিছিয়ে পরা জন গোষ্ঠীর ছেলে মেয়েদের সাক্ষরতার হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্রাক এর সহায়তায় নভেম্বর-২০০৩ ইং হতে শুরু কবে ডিসেম্বর-২০০৫ ইং তারিখ পর্যন্ত ১০ টি শিক্ষা কেন্দের মাধ্যমে ৩০০ জন এবং পরবর্তীতে পুনরায় জানুয়ারী ২০০৬ ইং তারিখ থেকে তিন বৎসর মেয়াদী ১০ টি শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ৩০০ জন ছাত্র ছাত্রী ডিসেম্বর-২০০৮ ইং তারিখ পর্যন্ত সফলতার সাথে কোর্স সম্পন্ন করে বর্তমানে তারা উচ্চতর ক্লাশে শিক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে। তা ছাড়া উঙ্গ-এর অর্থায়নে নভেম্বর-২০০৭ ইং থেকে ডিসেম্বর-২০১০ ইং পর্যন্ত সমাজে পিছিয়ে পড়া ছেলে মেয়েদের জন্য ৩৮ স্কুল শুরু হয়েছে। নিম্নে স্কুলের তথ্য প্রদান করা হলো:

EC-এর অর্থায়নে ব্র্যাক-এর সহায়তায় পরিচালিত স্কুলের তথ্যঃ

জেলার নাম	উপজেলা	ইউনিয়ন	কেন্দ্রের সংখ্যা	শিক্ষার্থীর সংখ্যা		মোট
				ছাত্র	ছাত্রী	
কিশোরগঞ্জ	করিমগঞ্জ	নোয়াবাদ	০৫ টি	৪২জন	১০৮ জন	১৫০ জন
		জয়কা	০৮ টি	৬২ জন	১৭৮ জন	২৪০ জন
		বারঘরিয়া	০৪ টি	৩৫ জন	৮৫ জন	১২০ জন
		কাদির জংগল	০৪ টি	৩৬ জন	৮৪ জন	১২০ জন
		জাফরাবাদ	০৭ টি	৫৬ জন	১৫৪ জন	২১০ জন
		নিয়ামতপুর	০৫ টি	৪১ জন	১০৯ জন	১৫০ জন
		করিমগঞ্জ	০৪ টি	৩৬ জন	৮৪ জন	১২০ জন
		দেহুন্দা	০১ টি	০৯ জন	২১ জন	৩০ জন
	মোট	০৮ টি	৩৮ টি	৩১৭ জন	৮২৩ জন	১১৪০ জন

০৭.খঃ রিচিং আউট অব স্কুল চিল্ড্রেন (রস্ক প্রকল্প)

সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গন প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার হাতে নিয়েছে ঝরে পরা ছাত্র ছাত্রীদের জন্য **রিচিং আউট অব স্কুল চিল্ড্রেন (রস্ক প্রকল্প) যা আনন্দ** স্কুল নামে পরিচিত। স্কুলটি পরিচালিত হবে পাঁচ বৎসরের জন্য। ও,আর,এ রস্ক প্রকল্প বাস্তবায়ন করার জন্য ইতোমধ্যেই চুক্তি বদ্ব হয়েছে। জুলাই ২০০৫ ইং তারিখ থেকে কার্যক্রম শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত কার্যক্রম অব্যাহত আছে।২০০৯ ইং সনের পরিচালিত স্কুলের তথ্য নিম্নে প্রদান করা হলো:

জেলার নাম	উপজেলার নাম	ইউনিয়নের নাম	কেন্দ্রের সংখ্যা	শিক্ষার্থীর সংখ্যা			সহায়ক সহায়িকার সংখ্যা		
				ছেলে	মেয়ে	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
কিশোরগঞ্জ	করিমগঞ্জ	দেহুন্দা	০৪ টি	৩০	৫০	৮০	০৪ জন	০৯ জন	১৩ জন
		নিয়ামতপুর	০৪ টি	৩৪	৪৮	৮২			
		নোয়াবাদ	০৫ টি	৬৩	৯৩	১৫৬			
মোট		০৩	১৩ টি	১০৭	১৯১	৩১৮	০৪ জন	০৯ জন	১৩ জন

০৮. মা ও শিশু স্বাস্থ্য পুষ্টি শিক্ষা :

ফেব্রুয়ারী-২০০৮ ইং থেকে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় কিশোরগঞ্জ জেলার অধীন করিমগঞ্জ উপজেলার হাওর প্রবন সুতারপাড়া ইউনিয়নে অতি দরিদ্র ৩০০ জন মাদের নিয়ে এ কর্মসূচী চালু হয়।

কর্মসূচীর লক্ষ্যঃ

লক্ষিত মাদের মাঝে মা ও শিশু স্বাস্থ্য পুষ্টি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের খাদ্যাভাস পরিবর্তন করে লক্ষীত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য পুষ্টির মান উন্নয়ন।

কর্মসূচীর উদ্দেশ্য :

মা ও শিশুদের পুষ্টি সম্পর্কে সচেনতা সৃষ্টি করা।
শাক সব্জীর বাগান প্রতিষ্ঠা করে পুষ্টির চাহিদা মেটানো।
ব্যক্তি স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন।
প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করে কর্মসূচী বাস্তবায়নে সহযোগীতা দান।

BNF ফান্ডের সহায়তায় মা ও শিশু স্বাস্থ্য পুষ্টি বিষয়ক কর্মসূচীর আওতায় সুতার পাড়া ইউনিয়ন সুতারপারা গ্রামের হত দরিদ্রদের মাঝে রিং স্লাব বিতরন করছেন সুতার পারা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী।

গত ২০০৯ ইং বছরে কাজের অগ্রগতি :

ক্র.নং	কাজের ধরন	সংখ্যা	সংখ্যা
০১	জরিপ করা	১ টি	৩০০ জন
০২	কর্মী ও ভলান্টিয়ারদের মৌলিক প্রশিক্ষণ	১ টি	১১ জন
০৩	ইউনিয়ন কর্মশালা	১ টি	৩০ জন
০৪	মা ও শিশু স্বাস্থ্য পুষ্টি বিষয়ক পোষ্টার তৈরী	১ টি	১০০০টি
০৫	শাক সব্জী বাগান ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ	১২ টি	৩০০ জন
০৬	পুষ্টি প্রদর্শন সেশন	২৭ টি	৩০০ জন
০৭	মাদের সাথে সেশন পরিচালন	২৭ টি	৩০০ জন
০৮	রিং স্লাব বিতরন	১ ২ সেট	১২ পরিবার
০৯	বীজ বিতরন	-	৩০০ জন

০৯. হাইজিন, ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশনঃ

কর্মসুচীর লক্ষ্য

প্রকল্প এলাকার স্থানীয় জনগনকে সম্পৃক্ত করে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের (ইউনিয়ন পরিষদ) মাধ্যমে টেকসই স্বাস্থ্য সম্মত আচরন, স্যানিটেশন ও নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও অনুশীলন করা।

কর্মসুচীর উদ্দেশ্যঃ

স্বাস্থ্য সম্মত আচরন পরিবর্তনের স্থায়ী অভ্যাস গড়ে তোলা।
স্থানীয় জনগোষ্ঠির নেতৃত্বে সার্বিক স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন (সিএলটিএস)
নিরাপদ পানি সরবরাহ সেবার আওতা বা কভারেজ বাড়ানো।
উপরোল্লিখিত উদ্দেশ্য সমুহ অর্জনের কার্যকর অবদান রাখতে সকল পর্যায়ে সরকার, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারী ষ্টেক হোল্ডারদের সামর্থ বৃদ্ধি করা।
স্বাস্থ্য সম্মত আচরন পরিবর্তন, স্যানিটেশন ও নিরাপদ পানি সরবরাহ সেবার ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমুহের প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থার ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরন।

কর্ম এলাকা:

জেলার নাম	উপজেলার নাম	ইউনিয়নের নাম	ওয়ার্ড সংখ্যা	খানা সংখ্যা	লোক সংখ্যা		
					পুরুষ	মহিলা	মোট
ফেনী	পরশুরাম	১নং মির্জানগর	০৯	৪৩৪৬	১২৪৫৯	১২৮৮৯	২৫৩৪৮

জানুয়ারী হতে ডিসেম্বর-২০০৯ ইং পর্যন্ত কাজের অগ্রগতি:

ক্র.নং	কাজের ধরন	লক্ষ মাত্রা	অর্জন
০১	স্যোসাল ম্যাপ প্রণয়ন	২৬ টি	১৭ টি
০২	কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট ফোরাম গঠন (সিডিএফ)	২৬ টি	১৭ টি
০৩	ওঠান বৈঠক	৬০ টি	৪৮টি
০৪	এ্যাডভোকেসী মিটিং	০৪ টি	০১ টি
০৫	কন্ট্রিবিউশানের টাকা জমা করা	৫০ টি	২৬ টি
০৭	গভীর টিউব ওয়েল স্থাপন	০৭ টি	০২ টি
০৮	স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা স্থাপন	৭০০ টি	৬০৯ টি
০৯	ইউনিয়ন ওয়াটসান মিটিং	১০ টি	১০ টি
১০	ওয়ার্ড ওয়াটসান মিটিং	১০৮ টি	৯০ টি
১১	টি ষ্টল মিটিং	৫০ টি	৩০ টি
১৩	স্কুল সেশন	০৯ টি	০৫ টি

হাইসাওয়ার প্রকল্পের আওতায় কমিউনিটি ফ্যাসিলিটেটরদের প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ১ নং মির্জানগর ইউপি পরিষদের মাননীয় চেয়ারম্যান মাওলানা নুর মোহাম্মদ এবং মঞ্চে উপবিষ্ট ওআরএ নির্বাহী পরিচালক ও প্রিজম বাংলাদেশের প্রতিনিধি জনাব মোঃ হুমায়ুন।

১০. শিক্ষার মান উন্নয়নে চাহিদা ভিত্তিক কার্যক্রম:

শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। এ নীতিকে সামনে রেখেই ওআরএ তার সামর্থ অনুযায়ী শিক্ষার মান উন্নয়নে গনসাক্ষরতা অভিযানের একটি সহযোগী সংগঠন হিসেবে বিভিন্ন কার্যক্রম যথা, সেমিনার ও পাঠক মতামত যাচাই ইত্যাদি কর্মসূচী চাহিদা মোতাবেক আয়োজন ও বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। এ ছাড়াও আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসে আলোচনা অনুষ্ঠান, র‌্যালি ইত্যাদির মাধ্যমে সর্বসাধারণের মাঝে শিক্ষা / সুশিক্ষা সম্পর্কে গন সচেতনতা সৃষ্টি করা হয়।

১১. শিশু পাচার প্রতিরোধ বিষয়ক কর্মশালা:

অর্গানাইজেশন ফর রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট (ও,আর,এ) বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম-ঢাকার একটি সহযোগী সংগঠন হিসেবে শিশুদের অধীকার সংরক্ষনে বিভিন্ন সময়ে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সমাজের সর্বস্থরের জনসাধারনের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি ও গন জাগরন সৃষ্টির লক্ষ্যে ফোরাম -র আর্থিক ও কারিগরী সহায়তায় কর্মশালা, সেমিনার এর আয়োজন করা হয়ে থাকে।

১২.ক. জাকাত তহবিল :

বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসুচী চালাতে যেয়ে ওআরএ প্রকৃত অর্থে পংগু ,দুস্থ,এতিম এবং সমাজের হত দরিদ্রদের জন্য স্থায়ীভাবে কোন কর্মসূচী চালু করতে পারেনি। এ উপলব্ধি থেকেই ওআরএ তার কর্ম এলাকায় সমাজের বিত্তবানদের কাছ থেকে জাকাত সংগ্রহ করে গরীব এতিম ছেলেমেয়েদের শিক্ষা এবং পংগু মানুষের জন্য আয় ও কর্মসংস্থান কল্পে কাজ শুরু করে। পরবর্তীতে তা আরও সম্প্রসারিত হয়ে ঘুর্নিঝড় সিডর-এ আক্রান্ত এলাকায় মানুষের সাহাযার্থে কাজ করে। কিন্তু তা ক্ষণস্থায়ী। পরবর্তীতে অক্টোবর-২০০৮ ইং থেকে জাকাতের অর্থে স্থায়ীভাবে গরীব মানুষের বিনা মূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান শুরু করে। মাসে দুই বার বিনা মূল্য ঔষধ সহ চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এ কার্যক্রমটি কিশোরগঞ্জ জেলার অধীন করিমগঞ্জ উপজেলার জয়কা ইউনিয়নের নানশ্রী এলাকায় ওআরএ অফিসের মাধ্যমে পরিচালনা করা হচ্ছে।

১৩.প্রশিক্ষন:

জ্ঞান-বুদ্ধি ও সৃজনশীলতা সম্মিলিত জীব হলো মানুষ। মানুষের মাঝেই আছে সৃষ্টিশীল ক্ষমতা। কিন্তু দেখা যায় যে, এ সৃষ্টির ক্ষমতা কারও মাঝে সুপ্ত অবস্থায় থাকে আবার কারো মাঝে সৃষ্টির ক্ষমতা প্রকাশিত হলেও উপযুক্ত পরিবেশ বা ন্যূন্যতম সহায়তার অভাবে প্রসার লাভে বিঘ্ন ঘটে। তাই এ সৃজনশীলতা বিকাশের লক্ষ্যে প্রশিক্ষনের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই ওআরএ তার নিজস্ব দক্ষ জনবলের মাধ্যমে কর্মী এবং উকারভোগীদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়। নিম্নে প্রশিক্ষনের তথ্য প্রদান করা হলো:

আবাসিক প্রশিক্ষন :

ক্র.নং	প্রশিক্ষণের শিরোনাম	মেয়াদ কাল	প্রশিক্ষানার্থীর ধরণ	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা		
				পুরুষ	মহিলা	মোট
০১	ডিআইসি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ	০৪ দিন	HIV/AIDS প্রকল্পেরকর্মী	০১	০১	০২ জন

০২	HIV/AIDS Counceling Trainng.	০৩ দিন	HIV/AIDS প্রকল্পেরকর্মী	০২	-	০২ জন
০৩	প্যারাভেট ভলান্টিয়ারদের দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ	০২ দিন	সৌহার্দ্য কর্মসুচীর ভলান্টিয়ার ও কর্মী	২৭	০৫	৩২ জন
০৪	জেন্ডার ইকুইটি এন্ড ডাইভারসিটি	০৩দিন	সৌহার্দ্য কর্মসুচীর কর্মী	১৭	০৮	২৫ জন
০৫	প্রকল্প বাস্তবায়ন বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষন	০৩ দিন	হাইসাওয়া প্রকল্পের কর্মী	০২	০১	০৩ জন
০৬	কমিউনিটি লেড সার্বিক স্যানিটেশন	০৫দিন	হাইসাওয়া প্রকল্পের কর্মী	০২	০১	০৩ জন
০৭	হাত ধোয়া প্রশিক্ষন	০২ দিন		০১	০০	০১জন
০৮	হাইসাওযা প্রকল্পের মৌলিক প্রশিক্ষন	০১ দিন	কমিউনিটি ফ্যাসিলিটেটর ও কর্মী	১০	১০	২০জন
০৯	হ্যান্ড ওয়াশিং	০১ দিন	ঐ	১০	১০	২০জন
১০	হার্ডওয়ার বিষয়ক টেকনিকেল প্রশিক্ষণ	০২ দিন	কর্মী	০২	০১	০৩জন
১১	মনিটরিং	০২ দিন	ঐ	০২	০১	০৩জন
			মোট	৭৬	৩৮	১১৪ জন

অনাবাসিক প্রশিক্ষন :

ক্র.নং	প্রশিক্ষণের শিরোনাম	মেয়াদ কাল	প্রশিক্ষানার্থীর ধরণ	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা		
				পুরুষ	মহিলা	মোট
০১	কম্প্রেহেনসিভ হোমষ্টিড ডেভেলপমেন্ট।	০২ দিন	উপকারভোগী	-	২৮১	২৮১ জন
০২	শাক সব্জী চাষ প্রশিক্ষণ	০২ দিন	উপকারভোগী	০৭	১২৯	১৩৬ জন
০৩	মাঠ ফসল প্রশিক্ষণ	০২ দিন	উপকারভোগী	০৬	১০৪	১১০ জন
০৪	হাঁস পালন প্রশিক্ষণ	০২ দিন	উপকারভোগী	৩২	৭৮৮	৮২০ জন
০৫	গরু পালন প্রশিক্ষণ	০২ দিন	উপকারভোগী	৬১	৫২৭	৫৮৮ জন
০৬	ছাগল পালন প্রশিক্ষণ	০২ দিন	উপকারভোগী	০৩	২৯৭	৩০০ জন
০৭	ছোট ব্যবসায়ী প্রশিক্ষণ	০২ দিন	উপকারভোগী	৯৪	১৩১৮	১৪১২ জন
০৮	সমস্যা বিশ্লেশন ও পরিকল্পনা প্রনয়ন	০২ দিন	স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য	১২১	৫০	১৭১ জন
০৯	সমস্যা বিশ্লেশন ও পরিকল্পনা প্রনয়ন	০১ দিন	প্যারেন্ট টিচার্স এসোসিয়েশন-এর সদস্যবৃন্দ	৮২	৪৬	১২৮ জন
১০	উপজেলা কর্মশালা	০১ দিন	উপজেলা লেভেল সার্ভিস প্রোভাইডার	১৭	০৯	২৬ জন
১১	রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ	১২ দিন মাসে ১ দিন	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্রের সহায়িকা বৃন্দ	০৪	৩৮	৪২ জন
			মোট	৪২৭	৩৫৮৭	৪০১৪ জন

১৪. উপসংহার:

অধীকার আদায় ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে সামর্থ্যতা অর্জনের মাধ্যমে সার্বিক উন্নয়ন কোন কথার কথা নয়। এটা একটি প্রক্রিয়ার ব্যাপারতো বটেই এবং সময়েরও ব্যাপার। তা ছাড়াও রয়েছে দেশের সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতিমালা ও বাস্তবায়ন পদক্ষেপ। ভিত্তহীনদের আজকের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং তাদের অবস্থান যেমন একদিনে ঘটেনি, ঠিক তেমনি এ অবস্থান থেকে তাদের উত্তরণও স্বল্প সময়ের ব্যবধানে ঘটবে না। তবে আমাদের স্বস্ব অবস্থান থেকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের চেষ্ঠা করে যেতে হবে। বস্তুত পক্ষে পৃথিবীতে কোন চেষ্টাই আজ পর্যন্ত ব্যর্থ যায়নি, যদি না সে চেষ্টায় আন্তরিকতা ও অঙ্গীকারের ক্ষেত্রে কোন প্রকার অভাব না ঘটে। ও,আর,এ মনে করে যদি তাদের দাযিত্বশীল কর্মী বাহিনীকে নিয়ে তার কর্ম এলাকায় সংগঠিত দলীয় সদস্যদের নিয়ে আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যায় তবে, জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারবে। ও,আর,এ প্রকৃত পক্ষে চায় সামর্থ্য অনুযায়ী লক্ষীত জনগোষ্ঠীর মাঝে অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্ব ভিত্তিক কর্ম প্রচেষ্ঠা বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের দায়িত্বশীল উন্নয়ন।

সংস্থার সাধারন পরিষদের সদস্যবৃন্দের তালিকা

ক্র.নং	নাম	ঠিকানা	পেশা
০১	মোঃ জালাল উদ্দীন	জেমিনী টেক্সটাইল রোড, গাইটাল, জিলা:কিশোরগঞ্জ	বেসরকারী চাকুরী
০২	মোঃ আলী আকবর	গ্রাম: গুলবাগ,পোঃ পাড়া বালিয়া, করিমগঞ্জ,কিশোরগঞ্জ।	বেসরকারী চাকুরী
০৩	এ্যাড. ফকির মোঃ মাজহারুল ইসলাম	গ্রাম:রামনগর,পো:জয়কা,উপজেলা:করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ।	চাকুরী বেসরকারী
০৪	মোঃ আনোয়ারুল হুদা	৪৪২,চর শোলাকিয়া, জিলা:কিশোরগঞ্জ	ব্যবসা
০৫.	মোছাঃ শেলীনা আক্তার	গ্রাম: নানশ্রী,পোঃ নানশ্রী,উপজেলা: করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ	গৃহিনী
০৬.	হাসিনা আক্তার	কাজী নজরুল ইসলাম রোড শোলাকিয়া, জিলা:কিশোরগঞ্জ	গৃহিনী
০৭.	সুফিয়া আক্তার খাতুন	গ্রাম:হাই-ধনখালী,পো:+উপজেলা:করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ	গৃহিনী
০৮.	মোঃ মাহবুবুল আলম	গ্রাম:হাজীপুর,পো:মাথিয়া, উপজেলা+ জেলা:কিশোরগঞ্জ	বেসরকারী চাকুরী
০৯.	সাঈদা সুখায়না	গ্রাম: রামনগর, পোঃ জয়কা, উপজেলা:করিমগঞ্জ,কিশোরগঞ্জ	গৃহিনী
১০.	মোঃ বদরুল ইসলাম	গ্রাম: রামনগর,পোঃ জয়কা, পজেলা:করিমগঞ্জ,কিশোরগঞ্জ	বেসরকারী চাকুরী
১১.	মোঃ হুমায়ুন কবীর	গ্রাম: নানশ্রী, পোঃ জয়কা, উপজেলা:করিমগঞ্জ,কিশোরগঞ্জ	ব্যবসা
১২.	মোঃ নুরুল ইসলাম	গ্রাম: কলাবাগ, পোঃ য়কা,উপজেলা:করিমগঞ্জ,কিশোরগঞ্জ	বেসরকারী চাকুরী
১৩.	মোঃ সূলতান মাহমুদ	গ্রাম: মহব্বতপুর,পো:জংগল বাড়ী, করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ	ব্যবসা
১৪.	মোঃ মতিউর রহমান	আঠারোবাড়ী কাচারী মোড়, কিশোরগঞ্জ।	আইন ব্যবসা
১৫.	মোঃ সিরাজুল হক	গ্রাম:দেহুন্দা,পোঃ দেহুন্দা, করিমগঞ্জ, জিলা:কিশোরগঞ্জ।	বেসরকারী চাকুরী
১৬.	মোঃ আসাদ উল্লাহ	গ্রাম: সিংগুয়া, পো:+ উপজেলা: করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ	বেসরকারী চাকুরী
১৭.	মোঃ জহিরুল ইসলাম	গ্রাম: কিরাটন বিচারকান্দা, উপজেলা:করিমগঞ্জ,কিশোরগঞ্জ	বেসরকারী চাকুরী
১৮.	মোঃ ইব্রাহীম	গ্রাম: কানাইনগর,পো:জয়কা,পজেলা:করিমগঞ্জ,কিশোরগঞ্জ	কৃষি
১৯.	মোঃ ওমর ফারুক	গ্রাম: পাটুয়া ভাংগা,পোঃ হুসেন্দী,পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ।	ব্যবসা
২০.	মোঃ জয়নাল আবেদীন	গ্রাম: মথুরা পাড়া, পোঃ নানশ্রী, করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ	বেসরকারী চাকুরী
২১.	মোঃ গোলাম মস্তফা	গ্রাম: নানশ্রী, পোঃ নানশ্রী, করিমগঞ্জ, জিলা:কিশোরগঞ্জ	বেসরকারী চাকুরী
২২.	মোঃ খাজেমুল ইসলাম খান	গ্রাম: গাংগাইল,পোঃ বৌলাই, করিমগঞ্জ, কশোরগঞ্জ।	বেসরকারী চাকুরী
২৩.	মোঃ রোকন উদ্দীন	গ্রাম: কলাবাগ, পোঃ জয়কা, করিমগঞ্জ, জিলা:কিশোরগঞ্জ।	ব্যবসা

সংস্থার কার্যকরী পরিষদের তালিকা:

.ন	নাম	পদবী	ঠিকানা
০১	মোঃ জালাল উদ্দীন	সভাপতি	জেমিনী টেক্সটাইল রোড, গাইটাল, জিলা:কিশোরগঞ্জ।
০২	মোঃ আলী আকবর	সহ-সভাপতি	গ্রাম: গুলবাগ,পোঃ পাড়া বালিয়া, করিমগঞ্জ,কিশোরগঞ্জ।
০৩.	এ্যাড. ফকির মোঃমাজহারুল ইসলাম	সম্পাদক	গ্রাম:রামনগর,পো:জয়কা,উপজেলা:করিমগঞ্জ,কিশোরগঞ্জ।
০৪.	মোঃ আনোয়ারুল হুদা	কোষাধক্ষ্য	৪৪২,চর শোলাকিয়া, জিলা:কিশোরগঞ্জ
০৫.	মোঃ হুমায়ুন কবীর	সদস্য	গ্রাম: নানশ্রী, পোঃ জয়কা, উপজেলা:করিমগঞ্জ,কিশোরগঞ্জ
০৬.	মোঃ মাহবুবুল আলম	সদস্য	গ্রাম:হাজীপুর,পো:মাথিয়া , জিলা:কিশোরগঞ্জ
০৭.	হাসিনা আক্তার	সদস্য	কাজী নজরুল ইসলাম রোড, শোলাকিয়া ,কিশোরগঞ্জ।

সংস্থার দাতা সদস্যের নাম

ক্রম.	নাম	ঠিকানা
০১.	আলহাজ্ব ফকির মোঃইদ্রিস মাষ্টার	গ্রাম: রামনগর, পোঃ জয়কা, থানা: করিমগঞ্জ, জেলা:কিশোরগঞ্জ
০২.	আলহাজ্ব এ্যাডঃ মোঃছাইদুর রহমান	গ্রাম: নানশ্রী, পোঃ নানশ্রী, থানা: করিমগঞ্জ, জেলা: কিশোরগঞ্জ
০৩.	এ্যাড. ফকির মোঃ মাজহারুল ইসলাম	গ্রাম: রামনগর, পোঃ জয়কা, থানা: করিমগঞ্জ, জেলা:কিশোরগঞ্জ
০৪.	বেগম জাহানারা সাঈদ	গ্রাম: নানশ্রী, পোঃ নানশ্রী, থানা: করিমগঞ্জ, জেলা:কিশোরগঞ্জ
০৫.	সাঈদা সোখায়না	গ্রাম: রামনগর, পোঃ জয়কা, থানা: করিমগঞ্জ, জেলা:কিশোরগঞ্জ
০৬.	আব্দুস সাত্তার মিয়াজী	গ্রাম: জংগল পুর, পো:তাড়াশাইল, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।
০৭.	মোঃ শফিকুল হক চৌধুরী	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, আশা, ঢাকা
০৮.	মোহাম্মদ আলী	গ্রাম: জংগল বাড়ী,পোঃ জংগল বাড়ী, করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ
০৯	মি. সুশীল কুমার রায়	ভাইস প্রেসিডেন্ট, আশা, ঢাকা।
১০	এস,এম মোর্শেদ	প্রশিক্ষন কর্মকর্তা, ওয়ার্লড ফুড প্রোগ্রাম, ঢাকা।
১১	এস মাহমুদ চৌধুরী	প্রশিক্ষন কর্মকর্তা, সেব দি চিল্ড্রেন, ঢাকা।
১২	শেলিনা আক্তার	গ্রাম: নানশ্রী,পোঃ নানশ্রী,উপজেলা: করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ

বিভিন্ন কর্মসুচী সংক্রান্ত কিছু ছবি

ওআরএ করিমগঞ্জ কর্তৃক বাস্তবায়িত সৌহার্দ্য কর্মসূচীর আওতায় জয়কা ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স এ শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন করিমগঞ্জ তাড়াইল এলাকার মাননীয় সংসদ জনাব মোঃ মজিবুল হক চুন্নু। মঞ্চে উপবিষ্ট করিমগঞ্জ উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান কেয়ারের প্রতিনিধি শেখর ভট্টাচার্য্য ও ওআরএ নির্বাহী পরিচালক ফকির মাজহারুল ইসলাম। সভায় সভাপতিত্ব করেন জয়কা ইউনিয়নের মাননীয় চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ নুরুজ্জামান।

হাওর অঞ্চলে ব্রি-ধান ৪৫-এর সম্প্রসারন কার্যক্রমে মাঠ দিবস উপলক্ষে আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথী হিসেবে মঞ্চে উপবিষ্ট ধান গবেষনা ইন্সটিটিউশনের পরিচালক মো: আ: ছালাম , কিশোরগঞ্জ জেলার কৃষি বিভাগের শস্য ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ জনাব মো: মহসিন এবং কেয়ার কিশোরগঞ্জের আঞ্চলিক কর্মকর্তা জাকির,এ খান, ওআরএ-এর নিবাহী পরিচালক এবং ভিডিসি-এর সভাপতি আবু হানিফ।

দামিহা ইউনিয়নের আনোয়ারপুর গ্রামে গ্রাম বাসীর সাথে আলোছনা করছেন সৌহার্দ্য টিমের টীম লীডার ফাহিম ওয়াই খান ও টীমের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

সৌহার্দ্য কমৃসুচীর আওতায় দুর্যোগ ভলান্টিয়ারদের সনদ ও রেসকিউ সামগ্রী বিতরন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন করিমগঞ্জ উপজেলার মাননীয় উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান জনাব এ্যাড. মোঃ মোলুৎফুর রহমান ।

সৌহার্দ্য কমৃসুচীর আওতায় দুর্যোগ ভলান্টিয়ারদের সনদ ও রেসকিউ সামগ্রী বিতরন অনুষ্ঠানে ভলান্টিয়ারদের মাঝে সনদপত্র বিতরন করছেন ওআর-এর নির্বাহী পরিচালক এাড. ফকির মো: মাজহারুল ইসলাম। মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন তাড়াইল উপজেলার উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা।

সৌহার্দ্য কমসুচীর উপকার ভোগী প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত টাকা দিয়ে আয় ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ব্যবসার কাজে ব্যস্ত।

জিও-এনজিও দের সাথে লিংকেজ ও সমন্বয় বৃদ্ধি মূলক অলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন ওআর-এর ট্রেনিং এন্ড এম্পাওয়ারমেন্ট কর্মকতা জনাব মো: মাইন উদ্দীন।

HIV / AIDS কর্মসূচীর পিয়ার এ্যাডুকেটরদের সাথে কর্মসূচীর মাসিক মিটিং এ বক্তব্য রাখছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক এ্যাড. ফকির মোঃ মাজহারুল ইসলাম।

মা ও শিশু স্বাস্থ্য পুষ্টি কর্মসূচীর শিক্ষা সেশন শেষে শিশুদের মাঝে পুষ্টিকর খাবার পরিবেশন করছেন কর্মসূচীর বলান্টিয়ার।

ওআরএ কর্তৃক বাস্তবায়িত ইসিডি কেন্দ্র পরিদর্শন করছেন করিমগঞ্জ উপজেলার মাননীয় উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব মো: জনাব আলী।

সৌহার্দ্য কমৃসূচীর আওতায় দুর্যোগ ভলান্টিয়ারদের সনদ ও রেসকিউ সামগ্রী বিতরন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন করিমগঞ্জ উপজেলার উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা জনাব মো: কামরুজ্জমান মঞ্চে উপবিষ্ট উপজেলা চেয়ারম্যান, কেয়ার কিশোরগঞ্জ আঞ্চলিক কর্মকতা জনাব শেখর চন্দ্র ভট্টাচার্জ ।

বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ পালন উপক্ষ্যে একতা দলের সদস্যবৃন্দ কর্তক পরিচালিত র‍্যালী